মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করণে মায়ের ভূমিকা

একটি শিশু জন্মগ্রহণের পর সন্তানের সুন্দর জীবন গঠনে মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। একটি শিশু জন্মগ্রহণের পর সর্বপ্রথম মায়ের স্নেহ-ক্রোড়েই প্রতিপালিত হয়। মায়ের বক্ষনিঃসৃত শারাবান তহুরা হয় তার প্রথম খাবার। তারপর ধীরে ধীরে সে চোখ মেলতে থাকে, তার বোধহীন চোখে অনুভবের নতুন আলো ফুটতে থাকে। তখনও সে তার দুগ্ধদাত্রী স্নেহময়ী জননীকে একান্ত নির্ভরতার স্থান ও পরম প্রশান্তির ঠিকানা বলে বুঝতে শেখে। আধো আধো বুলিতে মায়ের ভাষাতেই তার মুখে প্রথম ভাষা সঞ্চার হয় এবং মায়ের কোলের পাঠশালা থেকেই তার জীবন ও জগতের পাঠ গ্রহণ আরম্ভ হয়।

শৈশবের এই পবিত্রতম সময়ে কোনো মা যদি তার সন্তানদের সামনে সঠিক আচার-আচরণ ও বোধ-বিশ্বাসের নমুনা উপস্থাপন করতে পারেন তাহলে হতে পারে, তার এই সন্তানই ভবিষ্যতে মুজাদ্দিদে আলফে সানীর মতো সত্যের সৈনিক হবে, ইলিয়াস রহ.-এর মতো দ্বীনের দায়ী হবে কিংবা রাবেয়া বসরীর মতো তাপসী ও জ্ঞানের সাধিকা হবে।

শিশুর প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে। আর মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। একটি শিশুর কাছে প্রথম শিক্ষক হলো তার মা। মায়ের সান্নিধ্যেই একটি শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগিক বিকাশ সাধিত হয়। একজন মায়ের মাধ্যমেই শিশুর মনোজগতে বিদ্যা শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়, শিশুর কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা ও নান্দনিকবোধের উন্মেষ ঘটে। বিভিন্ন ধর্মে সৃষ্টিকর্তার পরেই যাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে তিনি হলেন মা। মায়ের নিকট হতেই শিশুর মাঝে তৈরি হয় সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস, শিশুর মাঝে গড়ে ওঠে মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সহিষ্ণুতা। মায়ের মুখের ভাষা শুনতে শুনতেই কোমলমতি শিশুর মস্তিষ্কে ভাষা ও যোগাযোগের দক্ষতা বিকাশ লাভ করে এবং যৌক্তিক চিন্তার শুভ সূচনা ঘটে। শিশুর মাঝে সামাজিক ও সুনাগরিক হওয়ার গুণাবলী, সকলের সাথে মিলেমিশে বসবাস করার মানসিকতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সৃজনশীলতা, আত্মমর্যাদাশীল হওয়া এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য অনুধাবন করার ক্ষমতা বিকশিত হওয়ার জন্য একজন মা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

একটি শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তির সাথে সাথে তার দৈনন্দিন কার্যক্রম একটি সময়াবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে চলে আসে। নির্ধারিত সময়ে ঘুমানো, ঘুম থেকে উঠা, খাওয়া, পড়াশোনা, বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া, ক্লাসের পড়া তৈরি করা, বাড়ির কাজ বা হোমওয়ার্ক সম্পন্ন করা, সহপাঠীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে মেশা ও সুন্দরভাবে চলাফেরা করা, বিদ্যালয়ের নিয়ম কানুন মেনে চলা, শিক্ষকদের সম্মান করা ও তাদের নির্দেশনা মেনে চলা ইত্যাদি বিষয়গুলো একটি শিশু পরিবার তথা মায়ের কাজ থেকেই শিক্ষা পায়। একজন শিক্ষিত মা পাওয়া একটি শিশুর জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। তবে একজন মা শিক্ষিত না হলেও যদি সচেতন ও আন্তরিক হন তবে তিনি তার সন্তানের জন্য শিক্ষা অর্জনের অনুকূল ক্ষেত্র ও পরিবেশ তৈরিতে কোন অংশেই একজন শিক্ষিত মায়ের চেয়ে পিছিয়ে থাকেন না। শিশুর শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে মায়ের সচেতনতা, আন্তরিকতা এবং বিদ্যালয়ের সাথে মায়ের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। তাই একটি বিদ্যালয়ের সার্বিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে মায়েদের অংশগ্রহণের সুযোগ ও মতামতকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে মা সমাবেশ, উঠান বৈঠক, সেরা মায়ের স্বীকৃতি প্রভৃতি গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। পরিশেষে বলা যায়, প্রাথমিক শিক্ষার রুপকল্প-

"মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক, উৎপাদনমুখী অভিযোজনে সক্ষম সুখী ও বৈশ্বিক নাগরিক গড়ে তোলা" এবং শিখন যোগ্যতাসমূহ অর্জন করতে তথা মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে একজন মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাইতো নেপোলিয়ন বলেছেন,

'আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও আমি একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেবো।"

লেখক

সৈয়দা আমাতুল্লাহ্ আরজু

সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার

কর্ণফুলী চট্টগ্রাম।